দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR. 8 .. 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 9

চাকা সিটি কর্পোরেশন মেয়র নির্বাচনে হানিফ আওয়ামী লীগ প্রার্থী

এই দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা কোনদিন বন্ধ হইবে না, বরং সম্প্রসারিত হইবে ॥ অপপ্রচার বন্ধ করুন

পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (রবিবার) ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে লক্ষ জনতার এক বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদ্রাসা শিক্ষা লইয়া মহলবিশেষের অপপ্রচারের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। বিগত সরকারের আমল অপেক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অধিক অর্থ বরাদ্দ দিয়াছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা যাহাতে সর্বক্ষেত্রে চাকুরী পাইতে পারেন তাহার সুযোগ সৃষ্টি হইতেছে। তিনি অপপ্রচার বন্ধের আহবান জানাইয়া বলিয়াছেন, এ দেশে কোনদিন মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হইবে না, বরং

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সম্প্রসারিত হইবে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বিএনপি সরকারের আমল এবং বর্তমান সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বলেন, বিএনপি সরকার ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২ শত কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। কিন্তু বর্তমান সরকার ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে ২০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয় এবং ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে অতিরিক্ত শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা লইয়া সুপরিকল্পিত অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানান।

পল্টনের এই বিশাল সমাবেশ হইতে জনতার মুহুর্মুহু করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আগামী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে ৮০ লক্ষাধিক জনঅধ্যুষিত ঢাকার বর্তমান মেয়র নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে নাম ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন হইবে সম্পূর্ণ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অবাধ। তিনি অতীতের মত আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোহাম্মদ হানিফকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করার মাধ্যমে নগরবাসীর সেবা ও নগর উন্নয়নের সুযোগদানের জন্য আহবান জানাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী বিএনপিসহ কয়েকটি বিরোধী দলের সন্ত্রাস, হত্যা, ষড়যন্ত্র ও বোমা মারিয়া নিরীহ জনগণকে হত্যার রাজনীতি পরিহার করিয়া গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও দেশবাসীর ভোট-ভাতের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য, সংসদে কথা বলার জন্য বিএনপি'র প্রতি পুনরায় আহবান জানান। তিনি বিএনপি'র উদ্দেশ্যে বলেন, দয়া করিয়া হত্যার রাজনীতি বন্ধ করুন, বাংলাদেশের জনগণ হত্যার রাজনীতি চায় না।

পল্টনের বিশাল সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু, পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল জলিল, প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, আওয়ামী লীগ নেতা শামসুর রহমান খান শাহজাহান, মোজাফফর হোসেন পল্টু, আজিজুর রহমান, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, ভূমি প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফ, আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, লালবাগের সংসদ সদস্য হাজী সেলিম, আওয়ামী লীগ নেতা মুকুল বোস, ছিদ্দিকুর রউফ খান, নূরুল ফজল বুলবুল, এডভোকেট সাহারা খাতুন, বেগম আইভি রহমান, আহসানউল্লাহ মাষ্টার এমপি, মুকবুল হোসেন এমপি, কাজী ইকবাল হোসেন, এমএ সালাম, ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর ব্যাপারী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নান। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নান, আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, বিমানমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী নূরুদ্দিন খান, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এম আমানউল্লাহ, স্থানীয় সরকার উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী নিজের কণ্ঠে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের সেই অমোঘ ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' উচ্চারণ করিয়া বলেন, সেদিন বঙ্গবন্ধুর এই দীপ্ত আহবানে সাড়া দিয়া সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়াছিল। এই ভাষণে স্বাধীনতার দিক-নির্দেশনা দিয়াছিলেন বঙ্গবন্ধু। সেদিন বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনসহ প্রতিটি নির্দেশ দেশবাসী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খানের প্রতিটি নির্দেশ উপেক্ষা করে জনগণ। অফিস-আদালত, কোর্ট-কাচারী, রেডিও-টিভি ৩২ নম্বর হইতে যে নির্দেশ আসিত তাহা পালন করিত। বঙ্গবন্ধুর আহবানেই মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশ স্বাধীন হয়। তিনি স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অশিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের কালোরাতে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা, ৩রা নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় ৪ নেতার হত্যার মধ্য দিয়া দেশে হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়। জনগণের উন্নয়ন, কল্যাণ সেই সময়ের জান্তা শাসকরা চায় নাই। বরং মুষ্টিমেয় লোক রাতারাতি জনগণের অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়। তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে জনগণের ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ম্যান্ডেট দেয়। তিনি বলেন, আজ আর কেহ জনগণের ভোট নিয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্ভাগ্যজনক যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর বিরোধী দল সরকারকে একটার পর একটা হুমকি দিয়া চলিয়াছে। তাহারা ৩ মাসের মধ্যে সরকার উৎখাত, ৬ মাসের মধ্যে সরকার উৎখাত, ঈদের পর উৎখাত, চাঁদের পর উৎখাত একটার পর একটা হুমকি দিতেছে। তিনি বলেন, বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়া গুলিস্তানের সমাবেশে এরশাদকে স্বামীর হত্যাকারী হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া বক্তৃতা দিলেও এখন স্বামীর সেই হত্যাকারীর সহিত কিভাবে হাত মিলাইলেন তাহাই আমাদের প্রশ্ন। তিনি বিএনপি নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের নেত্রী কেন আজ তাহার স্বামীর হত্যাকারীদের সহিত হাত মিলাইয়াছে সেই প্রশ্ন আপনারাও করুন। তিনি বলেন, এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর বিএনপি'র মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির মামলা দিয়াছিল, জেলে দিয়াছিল। একইভাবে বেগম জিয়া ক্ষমতায় আসিয়া এরশাদকে জেলে দিয়াছিল। অথচ আজ সেই দুই ভোট চোর এক হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা পৌরবাসীকে পৌর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহবান জানাই। পক্ষান্তরে, ভোটচোর এরশাদ-খালেদা নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার জন্য জনগণকে আহবান জানায়। কিন্তু তাহাদের আহবানে জনগণ সাড়া দেয় নাই। স্বতঃস্ফূর্ত পৌর নির্বাচন তাহার প্রমাণ। তিনি বেগম জিয়া, এরশাদ, গোলাম আযমের উদ্দেশ্যে বলেন, তিনজনে মিলিয়া একই কাগজে সই করিয়া আন্দোলনে নামিয়াছেন। পৌর নির্বাচনে জনগণ আপনাদের কথা শোনে নাই। বিএনপি, জাতীয় পার্টির অনেক প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিয়া নির্বাচিত হইয়াছে। এখন আবার আন্দোলনের কথা বলিতেছেন। আপনাদের কি একটু লজ্জা করিতেছে না। তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন ও স্বাধীন বিচার বিভাগ রহিয়াছে। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে আদালত লিখিতভাবে জবাব দিতে বলিয়াছে। আমি আইনের শাসনে বিশ্বাসী বলিয়াই আদালতের নির্দেশে জবাব দিয়াছি। ইহাতে কি দেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসনের প্রমাণ মেলে না। তিনি বলেন, সারা দেশে বিরোধী দল হত্যা, সন্ত্রাস, বোমাবাজি করিতেছে। তিনি যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা মারিয়া ৬ জনকে হত্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তাহারা আজ প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজ চালাইয়া যাইতেছে। তিনি বলেন, বিএনপি বোমা মারার জন্য ঢাকায় ১০টি টিম করিয়াছে। তিনি সমাবেশ হইতে নগরবাসীকে প্রতিটি মহল্লায় মহল্লায় এইসব সন্ত্রাসীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আইনের হাতে সোপর্দ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, হত্যা, ষড়যন্ত্র ও বোমাবাজির সহিত যেই জড়িত থাকিবে তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ পার্বত্য শান্তিচুক্তি, ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তিসহ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, মানুষ এখন ভোটের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন চায়, অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়। তিনি বলেন, পৌরসভার নির্বাচনের মত আগামীতে উপজেলা নির্বাচন ও সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হইবে। ডি-৮ সম্মেলনে শেখ হাসিনার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, ৮টি মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এই সম্মেলনে বিএনপি নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে নাই। তিনি বলেন, জনগণ এখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শান্তির পথ, আইনের শাসনের পথ গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই এখানে কোন ষড়যন্ত্র চলিবে না।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বলেন, ৭ই মার্চের ভাষণের যে মর্মবাণী উহার জন্ম ২১ বছর আগে— ১৯৪৯ সালে যখন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। বঙ্গবন্ধু তখন পাকিস্তানী শোষণ ও বঞ্চনার কথা উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধি হইতে এদেশে ভাষা আন্দোলন, বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ইহার ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু '৭১-এর ৭ই মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য আমির হোসেন আমু বলেন, ৭ই মার্চ ছিল মুক্তি সংগ্রামের দিক নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশিত পথে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা আসিয়াছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যখন দেশ পুনর্গঠনের কাজে, একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেন তখন তাহাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আজ জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বাধীনতার স্বাদ মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশী সম্মান অর্জনের পাশাপাশি দুনিয়া সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু '৭১ ও '৭৫-এর খুনীরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া এই প্রত্যাশিত বিজয়কে

দৈনিক ইত্তেফাক
MAR. 8 1999

ছিনাইয়া নিতে চায়। তিনি এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার আহবান জানান।

পানিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ অ্যাড্রেসের চাইতেও মূল্যবান। তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতা আসিয়াছে, কিন্তু এখনো অর্থনৈতিক মুক্তি আসে নাই। সাড়ে ৩ বছরের শাসনকালে বঙ্গবন্ধু যখন অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়াস নেন তখন তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজাকারদের পুনর্বাসিত করেন তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা জিয়া। স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণকারী শাহ আজিজ, মওলানা মান্নান, আবদুল আলীমকে মন্ত্রী করা হয়। তিনি বলেন, আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি যখন ক্ষমতায় আসিয়াছে তখন খালেদা, এরশাদ, গোলাম আযম এক হইয়া আবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি কাজী আরেক হত্যা ও যশোরের হত্যাকান্ডের উল্লেখ করিয়া এই স্বাধীনতা বিরোধীদের উৎখাত করিয়া বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার আহবান জানান।

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেন, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়া বাঙালীকে সশস্ত্র জাতিতে পরিণত করেন। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করিয়া স্বাধীনতার চাকা ঘুরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দীর্ঘ ২১ বছর পর মানুষের আস্থা নিয়া আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসিয়াছে। তিনি শেখ হাসিনার সরকারের আড়াই বছরের বিভিন্ন সাফল্যের বর্ণনা দিয়া বলেন, ডি-৮ সম্মেলনে বিএনপি যায়নি, কিন্তু খালেদা জিয়া পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন, তবে নওয়াজ শরীফ ভারতীয় ভিসা নিয়া রাঙ্গামাটি গিয়াছিলেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ নওয়াজ শরীফ দেখিয়াছেন, রাঙ্গামাটি ভারত হইয়া যায় নাই, সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ খালেদা-এরশাদ সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। তাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়াই হোক ৭ই মার্চের শপথ।

প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল জলিল বলেন, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার ডাক দিয়াছিলেন। তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম করিতে হইবে।

সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, গত ২১ বছরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু ৭ই মার্চের ভাষণ বিকৃত হয় নাই। তিনি বলেন, জনগণ শেখ হাসিনার পেছনে আছে। চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের দিন শেষ হইয়াছে। বাংলাদেশ একটি ... হইয়াছে যে, বরিশালে সরকারী দল পরাজিত হইয়াছে অথচ পার্বত্য উপনির্বাচনে এ.কে. খন্দকার জয়ী হইলে খালেদা বলেন, কারচুপি হইয়াছে। পৌরসভা নির্বাচন ঢাকায় হয় নাই। অথচ খালেদা ঢাকায় হরতাল করিয়া রিকশাচালক, শ্রমিকদের হত্যা করিয়াছে। হাসিনার ডাকে জনগণ পৌরসভা নির্বাচনে ভোট দিয়াছে। খালেদার নির্বাচন প্রতিহত করার ডাকে সাড়া দেয় নাই। তিনি বলেন, আগামীতে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হইবে, সাহস থাকিলে অংশগ্রহণ করুন।

মেয়র মোঃ হানিফ বলেন, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য ২৪ বছর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। তিনি প্রথমে বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। আজ যাহারা শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাহারা সেদিন কোথায় ছিলেন। শেখ হাসিনার আড়াই বছরের সাফল্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বার বার হরতাল দিয়া খালেদা জিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনিই দেশের প্রথম ও প্রধান শত্রু, খালেদা আবার হরতাল দিয়া মানুষ হত্যা করিতে চাহিলে ঢাকার মানুষ তাহা প্রতিহত করিবে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা মানুষের আস্থা নিয়া ক্ষমতায় আসিয়াছেন, তাই কেহ তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারিবে না। তিনি বলেন, আগামীতে উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হইবে। কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

শামসুর রহমান খান বলেন, আজ যখন ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে তখন আবার ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে।

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, শেখ হাসিনা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া উন্নয়ন কর্মকান্ড চালাইতেছেন। অথচ বিরোধীরা ইহার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন। কাজেই তাহাদের প্রতিহত করিতে হইবে।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়িয়া সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করার আহবান জানান। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ গণতন্ত্র ও প্রগতির পক্ষে। অন্যদিকে বিএনপি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে নিয়া জোট বাঁধিয়াছে। যশোরে সাংস্কৃতিক কর্মী হত্যা করা হইয়াছে। ইহারা জনগণের বন্ধু হইতে পারে না।

মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, ১৫ই আগষ্টের হত্যাকান্ডের পর জিয়া শাহ আজিজকে মন্ত্রী বানান, আর খালেদা আবদুর রহমান বিশ্বাসকে। তাহারা হরতালের নামে সন্ত্রাস করিয়া ভোটের অধিকার কাড়িয়া নিতে চায়। তাহারা মানুষ হত্যা করিতেছে। যশোরে বোমাবাজি করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাই খালেদার নাম হইবে বোমা খালেদা।

হাজী মোঃ সেলিম বলেন, আবার হরতাল দিলে ঢাকায় কোন বিএনপি নেতাকে রাস্তায় বাহির হইতে দেওয়া হইবে না।

আবুল হাসান চৌধুরী বলেন, বিএনপি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিতেছে।

আওয়ামী লীগে যোগদান

গতকাল পল্টনের বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ৭০নং ওয়ার্ড কমিশনার বিএনপি'র মির সমীর, জাতীয় পার্টির শেখ খন্দকার আলী, পলাশ মনোয়ার, মোস্তাক আহমদ, জাহাঙ্গীর মোঃ আদেলের পুত্র জাপার জোবের মোঃ আদেল, মাহফুজুর রহমান, বিএনপি'র শফিউল্লাহ সুজু ও আলী আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করিয়া ইতিবাচক রাজনীতির ধারায় ফিরিয়া আসার জন্য অভিনন্দন জানান।